শূন্য ঝুলি

অদৃষ্টে ছিল না আস্থা। ছিল জেদ, একলসেঁড়ের,
একরোখা, বেপরোয়া জেদ বুক-ভরা।
যেটুকু সম্বল করে কোন্ কাকভোরে বেরিয়েছে
ঘর ছেড়ে পথে - পথে, পথ থেকে নতুন ঘরের
ঠিকানায়। এভাবেই সকাল, দুপুর, বৃষ্টি - খরা
কেবলই ঘুরেছে।

বেড়েছে বিস্তর পুঁজি। অসম্মানে, বিদ্রূপে, আঘাতে,
ক্ষয়ে, বিপর্যয়ে, ক্ষয়ে, সংশয়ের দোলাচলে। আর
ততই বেড়েছে রোখ। একসময় পরাজয়গুলি
সার্কাসে বাঘের মতো পোষ মেনে রেখেছে হাত হাতে,
সখ্যে ও প্রণয়ে হেসে উঠেছে ভরন্ত চারিধার,
তৃপ্তিতে ভরেছে শূন্য ঝুলি।

সে আজ অনেককাল। এখন দেখছে সে, ঝুলি তার
উজাড়, উপুড়-করা। কীভাবে কখন একে-একে
চলমান ট্রেন থেকে ছিটকে-যাওয়া দৃশ্যের মতন
ক্রমশ মিলিয়ে গেছে। নতুন ছবির ফ্রেমে ধু-ধু
অন্ধকার--- আদিগন্ত শূন্যতার ভার।

অদৃষ্টে ছিলনা যার কোনও আস্থা, কোষ্ঠিও ঠিকুজি
দেখেনি যে কোনওদিন, শুধু
একবুক জেদ নিয়ে দাপিয়ে ঘুরে সর্বক্ষণ---
এখন দিনান্তে এসে তাকিয়ে রয়েছে সেই থেকে,
চোখ তার খুঁজে মরছে গ্রহ - নক্ষত্রের গলিঘুঁজি!

অন্য দিকে, অভ্যাসে বাড়ানো দুটি শীর্ণ, রোখা হাত---
সে জানে, ভরবেই ভরবে শূন্য ঝুলি আবার নির্ঘাত।

প্রনবকুমার মুখোপাধ্যায়